লিটিল ম্যাগাজিন ও ভিন্ন ভাষার কবিতা

মনোজ ভোজ
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ, সামসি, মালদা।

Dr. Manoj Kumar Bhoj
Associate Professor, Samsi college

সারসংক্ষেপ

বাংলায় অনুবাদ চর্চা অর্বাচীনকালের নয় মধ্যযুগ থেকেই শুরু হয়েছে। তবে আধুনিক যুগে পৌঁছে বাঙালি বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে পরিচিত হয় বিশেষ করে অনুবাদচর্চার মধ্য দিয়ে। আর তা অনেকটাই কবিতাকে কেন্দ্র করে বর্তমান। কবিতার অনুবাদচর্চায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পত্রিকার তুলনায় লিটিল ম্যাগাজিনের অগ্রণী ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি। 'অনুবাদ পত্রিকা' 'সাহিত্য বিসারী' 'প্রাকৃত' 'সংবর্তিকা' 'শব্দ' 'অ' ইত্যাদি পত্রিকার ভূমিকা অনেক বেশি।

সূচক/ মূল শব্দ:
অনুবাদ
কবিতা
লিটিল ম্যাগাজিন
দেশি
বিদেশি
তর্জমা
বাংলা
ইতিহাস
ভাষা

মূল লেখা

লিটল ম্যাগাজিন ও ভিন্ন ভাষার কবিতা

মনোজ ভোজ
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ

লিটিল ম্যাগাজিন নিত্য নিত্য নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভাবক। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি অগ্রাহ্য হয় লিটিল ম্যাগাজিন সে বিষয় নিয়েই অনেক বেশি চর্চা করে। যে সকল বিষয় কেবলমাত্র চমক তৈরি করে বা বিলাসিতা নিদর্শন সেই বিষয়গুলি ব্যবসায়িক পত্রিকায় প্রশ্রয় পায়। লিটিল ম্যাগাজিনে বিচিত্র বিষয় আন্তরিকভাবে চর্চিত। যেমন অনুবাদ কবিতা

নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবসায়িক পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ অনুবাদ পত্রিকা নামে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন লিটেল ম্যাগাজিনেই অনুবাদের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়ে থাকে।

অনুবাদ কবিতার চর্চা অর্বাচীন কালের নয়। এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম 'অনুবাদ পত্রিকা' ও 'প্রাকৃত' পত্রিকা।

অনুবাদ পত্রিকায় বলাবাহুল্য অনূদিত কবিতাই প্রাধান্য পাবে। তবে অনুবাদের পরিবেশে বাংলাদেশের বাংলা কবিতা দেখে অবাক হতে হয়। শারদীয় অনুবাদ পত্রিকার ২০০৩ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়,--"একজন বাঙালি, একজন ভারতবাসী এই সময়ে একজন আন্তর্জাতিক মানুষও। ভারতবর্ষের কোন এক প্রান্তের একভাষিক মানুষকে ভাবতে হবে আফ্রিকার কোন এক জনজাতির মানুষের বেঁচে থাকা, তার ইতিহাস, তার সাম্প্রতিকতম এক্সপ্রেশনকেও। ভাবতে হবে শুধু বাংলার একজন শ্রমিক, কৃষক নয়, নাইজেরিয়া অথবা ঘানার মানুষের ভাষা ও স্বপ্নের কথা, তার অস্তিত্বের লড়াইয়ের দিকগুলি নিয়ে। একজন বাঙালিকে জানতে হবে শ্যাম, কম্বোজ, তিব্বত, শ্রীলংকার অতি বিপন্ন, অত্যন্ত গভীর গোপন সংস্কৃতিমগ্ন জনপদ মানুষের মুখের ও মস্তিষ্কের ভাষা। একজন মানুষের মস্তিষ্কেই লুকানো আছে হাজার হাজার বছরের ভাষা ইতিহাস।"

সেই ভাষা ইতিহাস সে মারাঠি কবি কুসুমাগ্রজর কবিতা "আজও" কবিতার সঙ্গে মিলে যায় বাঙালি-মনন। "মানুষের এক পা যদিও চন্দ্রলোকে/ অন্য পা'টি/ প্রাগৈতিহাসিক--- প্রস্তরযুগের অন্ধকারে/ প্রোথিত রয়েছে/ আজও।।" কুসুমাগ্রজর কবিতা টি জগত দেবনাথের তরজমায় প্রকাশিত হয় সত্যব্রত রায় সম্পাদিত 'তটরেখা' (নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯৮৯) পত্রিকায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের দেশকালের বেড়া ভেঙে মনের গহীন গভীর সম্পর্ক বন্ধন অনুবাদ কবিতার মাধ্যমেই সম্ভব। কবিতা অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে আসা প্রতিক্রিয়া। সেই প্রতিক্রিয়া গৃহজীবনে যেমন, তেমন যুদ্ধভুমিতেও উঠে আসে। কবিতা মুক্ত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কি সম্ভব? এমনই এক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন সুমন ভট্টাচার্য তাঁর "গিলোটিনে আলপনা" নামক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি দেখান যুদ্ধভূমিতেও কবিতা প্রতিযোগিতা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটের সময় ১৯৪২ সালের কোন এক শীতের দিনের ঘোষিত হয় কবিতা প্রতিযোগিতার কথা। সৈনিকদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Crusader' এই ঘোষণা করে। সেখানে ৪০৩ টি কবিতা জমা দিয়েছিলেন ২৮০ জন সৈনিক। আর তা থেকে ২৭ টি কবিতা বেছে নেওয়া হয়েছিল। পরে ১৯৪৪ সালে সেই কবিতার সংকলন George G. Harrap & Co. প্রকাশ করে। (সংবর্তিকা পত্রিকায় ১৯৯৬ মহালয়া সংখ্যায় কোন সম্পাদকীয় রাখা হয়নি। পরিবর্তে এই লেখাটি প্রকাশ পায়। সম্পাদকীয়র বদলে শিরোনামে।) গিলোটিনে আলপনা আঁকার এই ঘটনা শুধু সেখানেই নয়, কালে কালান্তরে দেশে দেশান্তরে সমানভাবে আগ্রহের ও অনুপ্রেরণার হয়ে ওঠে ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন সাংস্কৃতিক আচারের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করলেও কবির কবিতা আমাদের মগ্ন করে। দেশ কাল নির্বিশেষে মানুষের অনুভূতির কথা ইত্যাদি ইত্যাদি তো আসলে মাধ্যম। কখনো কখনো আবরণও বটে। আবরণ উন্মোচন করে গভীরে প্রবেশ করলে অনুভূতিমালা স্পর্শ করা যায়। সেই আবিষ্কারে নিজেকেই চেনা হয় নতুন করে।

একথা স্বীকার করতে হয় অনুবাদের অনেক সমস্যা আছে। এক এক ভাষায় সময় ও স্থান অনুযায়ী এক এক রকমের বাক্-ভঙ্গি নির্দিষ্ট।বাক্-ভঙ্গি সমভাষার হলেও তার তল স্পর্শ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্য ভাষার হলে তো কথাই নেই। একটি ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা বা সংগীত "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা"র ইংরেজি পাঠ থেকে চিলিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন পাবলো নেরুদা এবং তাঁর প্রেমের কবিতা সংকলনে প্রকাশ করেন। আরো পরে সেখান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কী ছিল কী হলো। দৃষ্টান্তের ভার বাড়ালাম না, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের গান ও শক্তির কবিতা

দুটিই সুলভ। একই দেশে একই ভাষায় কবিতা লিখেছেন দুই কবি। তবু যোজন দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে দুটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এতবার অনুবাদের মধ্য দিয়ে তার পরিণতি কী হতে পারে আন্দাজ করা যায়।

'অনুবাদ পত্রিকা'র একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য, পত্রিকার তরফ থেকে অনুরোধ করে, 'আপনার প্রিয় লেখকের শ্রেষ্ঠ অনুবাদটি পাঠান। ফরমায়েসী অনুবাদ নয়, প্রিয় কবির কবিতার অনুবাদ কবিরা করে থাকেন। অনুবাদ বলতে কখনোই বিদেশী কবিতাই নয়, যা অনেক সময় দেখা যায়। 'অনুবাদ পত্রিকা' ও 'প্রাকৃত' পত্রিকা দুটিতেই দেশি ও বিদেশি কবিতার অনুবাদ আছে। শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ করেন নাইজেরিয়ার কবি চিনুয়া আচিবির কবিতা। ইতিপূর্বে 'উত্তরঙ্গ' পত্রিকায় শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে অন্ধ্রপ্রদেশের বিপ্লবী কবি চেরাবান্দা রাজুর কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত জার্মান কবি সারা কির্শ-এর একগুচ্ছ কবিতা অনুবাদ করেন। এছাড়া চীনা (ওয়াং উই) কবিতা অনুবাদ করেন আনন্দ ঘোষ হাজরা। অষ্টম-নবম শতাব্দীর কবি ওয়াং উই সম্পর্কে জানানো হয়, কবি ছিলেন বৌদ্ধ। তাই শেষ স্তবকে লেখেন, "আবেগের বিষাক্ত ড্রাগনকে/ তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য/ ধ্যানস্থ হলাম।" পার্সি কবি মুসলি উদ্দিন সাদী তাঁর "বাগানের একটি গোলাপ" (অনূদিত নাম) কবিতায় চিরন্তন সত্যকে আঁকেন অপূর্ব শিল্পকৌশলে। "যা কিছু জন্ম নিয়েছে তা সবই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে/ যায় মৃত্যুর বাজপাখি তার বাঁকানো নখরে।" কবিতাটি অনুবাদ করেন সোমক দাস। এই পত্রিকায় অনুবাদ কবিতার বিন্যাসও অন্যরকম। বিভিন্ন দেশের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে করা হয়েছে 'কালো মানুষের কবিতা', এখানে আফ্রিকার নানা উপজাতির লোককবিতার অনুবাদ করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আছে রবিন পালের তর্জমায় আন্তর্জাতিক মহিলা কবিদের কবিতা। ভারতীয় ভাষার মধ্যে অতীশ দীপঙ্করের কবিতা যেমন আছে, তেমনি মালায়ালাম (আইয়াপ্পা পানিকর, কে), অসমীয়া (বিপুলজ্যোতি লিখিয শইকীয়া, হীরেন ভট্টাচার্য) কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছে।

প্রাকৃত পত্রিকা সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক হলেও বৈশাখ ১৪১৮ সংখ্যা অনুবাদ কবিতায় সমৃদ্ধ। অনুবাদ শব্দের পরিবর্তে এখানে তর্জমা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতা সংকলন' 'অ' পত্রিকা ও 'সাহিত্য বিসারী' পত্রিকা থেকে কয়েকটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত। অনুবাদ সংখ্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকীয় ("অতিকথন" নামে চিহ্নিত) থেকে জানা যায়, "বিশ্বকবিতা দিবসে ভারত, ভারতের বাইরের বিভিন্ন ভাষা থেকে যতটা সম্ভব কবিতা তর্জমা করে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। এই সংখ্যার মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবের হৃদয় যদি সামান্য স্পর্শ করা যায় তাহলে আমাদের সাফল্য উপলব্ধি করতে পারব।"

লোপামুদ্রা (ঋক বৈদিক কবিতা) কবিতা তর্জমা করেন সুশীলকুমার দে।-- "দিবস-রজনী শ্রান্ত আমারে দীর্ঘ বরষ জীর্ণ করে,/ প্রতি উষা হরে কায়ার কান্তি,/--- আসুক পুরুষ নারীর তরে।/দেব সম্ভাষী সত্যপালক পূর্ব ঋষিরা, তাদের ঘরে/ ছিল জায়া, তবু ছিল তপস্যা,/--- যাক্ নারী আজ পুরুষ তরে।" এছাড়া প্রকাশ পেয়েছে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের হংসপদিকার গান থেকে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত তর্জমা। অসমীয়া কবি হীরেন ভট্টাচার্যের তিনটি কবিতা তর্জমা করেন দৌবারিক গোস্বামী। ইতিপূর্বে (মহালয়া, ১৯৯৬) হীরন ভট্টাচার্যের দুটি কবিতার তর্জমা সংবর্তিকা পত্রিকায় প্রকাশ পায়

দুটি ক্ষেত্রেই দৌবারিক গোস্বামীকৃত তর্জমায় "সংহত শব্দ" কবিতাটি আছে।--- "তোমার জন্য/ আমার সঞ্চিত একটি শব্দ/ জপমালার মণির মতো/ আঙুলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে থাকে.../ যেভাবে/ ঘুরে থাকে/ রাতের আকাশের অন্ধ নক্ষত্র/ তোমার জন্য একটি সহজ সুন্দর শব্দ..." কবিতাটি দ্বিতীয়বার তর্জমায় অনেকটাই বদলে যায়। প্রায় ১৫ বছরের ব্যবধানে একই অনুবাদক একই কবিতার অনুবাদে পাল্টে ফেললেন কয়েকটি শব্দ। তাহলে কোন্ তর্জমা গ্রহণযোগ্য হবে। হিন্দি ভাষার কবি অটল বিহারী বাজপেয়ীর কবিতা পাই আব্দুল অহাবের তর্জমায়। "একটি বছর কেটে গেল" কবিতার শেষ স্তবকটি এই সূত্রের উল্লেখ করা হলো-- "পথ চেয়ে চেয়ে আছে নয়ন---/ দিন গুনতে ব্যস্ত ক্ষণ/ আসবে ফিরে আর কখন/ মনের মানুষ যে গেল/ একটি বছর কেটে

গেল।" (প্রাকৃত) এক শূন্যতাবোধে কবিতাটি পাঠক হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। শতরূপা সান্যাল তর্জমা করেন কন্নড় (বিটি ললিতা নায়ক), মালায়ালাম (সুমিতা কুমারী), তেলেগু (ই পার্বতী) ও গুজরাতি (সংস্কৃতি রাণী দেশাই) কবিতা। সুগতা কুমারী "নব্বোই দশকের শিশুকন্যা" কবিতায় লেখেন "মেয়ে হয়ে জন্মেছে তবু পারিনি তো/ গলাটিপে মৃত্যু এনে দিতে/... ভাবী কাল, ওহে ভাবী কাল/ আসবে কি একটিও আগামী সকাল?/মেয়ে এ যে জন্মেই আগাছা/ তার জন্য জীবন? অদ্ভুত উচ্চাশা!" মায়ের এই আশঙ্কা স্বাভাবিক। তবু মায়ের আশা করেন। জীবনকে তাই চিনে নিতে হয় নিজের মতো করে। সেই উচ্চারণ শোনা গেল কন্নড় কবিতায়।--- "গভীরতম খাদ অথবা/ সবচেয়ে উঁচু চূড়া/ চাঁদের জগৎ তার চেয়ে দূরে?/ আম জামা আর শকুনগুলো/ বনবিড়ালের লোভ/ চিনেছিস কি নিজের পাখায় পাখায়?"

অন্যদিকে গ্রিস (ইউরিপিদিস ও হোমার) রোম (ভার্জিল) অস্টিয় জার্মানি (রাইনার মারিয়া রিলকে) মার্কিন (রবার্ট লি ফ্রস্ট) স্পেন (ফ্রেদারিকো গার্সিয়া লোরকা) ইতালি (গুইসেফ উনগারেত্তি)-র কবিতা তর্জমা করেন তরুণ সান্যাল। এছাড়া আরবি (ইমরাউল কায়েশ) কবিতা তর্জমা করেন মোঃ মুজাহেদুর রহমান। গুইসেফ উনগারেত্তি (ইতালি) "জাগরণ" কবিতা ব্যক্তির নিবিড় উচ্চারণ হলেও সামাজিক তীব্র বেদনার ছবি এখানে স্পষ্ট।--- "সারাটা রাত/ শুয়ে রইলাম/ খুন হওয়া এক সঙ্গীর সঙ্গে/ তার মুখ তখন পূর্ণিমার চাঁদের দিকে হাসছে"। আবার আর একজন, যার 'নাম ছিল মোহাম্মদ শেহার', তার বেদনায়ও "স্মরণিকা" লেখেন, "আসলে তো তার/ স্বদেশ বলে দেশটাই ছিল না।" 'প্রাকৃত' পত্রিকায় এর আগে ১৪১৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হয় ভলতেয়ারের "অবস্থান: শ্রীমতী শাতলেকে" কবিতার অনুবাদ। অনুবাদক সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় মূল ফরাসি থেকে বঙ্গানুবাদ করেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, কবিতার বাংলা অনুবাদের সিংহভাগ মূল ভাষা থেকে হয় না। ইংরেজি ভাষা থেকে তর্জমা হয়, অনুবাদের অনুবাদে কবিতার প্রাণ স্পর্শ করা করতে পারে কতটা। সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়ের তর্জমায় ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)-এর এই কবিতার প্রাণ উদ্ভাসিত।-- "তুমি যদি চাও--- আমি ভালোবাসি আবার তোমায়,/ আমাকে ফিরিয়ে দাও অতিক্রান্ত আমার যৌবন;/ আমার এ পরিণত জীবনের গোধূলিবেলায়/ পারো যদি--- এনে দাও ফেলে আসা ঊষার লগন।" ফরাসি কবিতা শুধু বাঙালি কবিদের মগ্নতায় সীমাবদ্ধ নয়, নিজগুণে প্রভাবিত করেছে যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার কবিদের। ফরাসি কবিদের মধ্যে জঁ আর্তুর র‍্যাঁবোর গদ্য কবিতা 'ইলুমিনেশানস' আজও আগ্রহের উপাদান কবিতাপ্রেমীদের কাছে। ৩৭ বছরের আয়ু (জন্ম ২০ অক্টোবর ১৮৫৪, প্রয়াণ ১০ নভেম্বর ১৮৯১), কিন্তু কুড়ি বছর বয়সের পর সৃজনশীল লেখা থেকে সরে যান বলে তাঁর কাব্য সম্পর্কে কৌতুহল বৃদ্ধি পায় পাঠকের। 'ইলুমিনেশানস' কাব্যের অনুবাদ করেন মলয় রায় চৌধুরী। প্রকাশ করেছে 'দমদম জংশন' পত্রিকা। অক্টোবর ২০১৯ সংখ্যায়। জঁ আর্তুর র‍্যাঁবোর আকস্মিক নীরবতার উৎস সন্ধান করতে গেলে কিছুটা হলেও আভাস পাওয়া যায়, প্রস্থান বা ইলুমিনেশনস-এর আট সংখ্যক কবিতায়।--- "যথেষ্ট দেখা হল। সমগ্র আকাশের তলায় দৃষ্টি প্রতিভার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ।/ অনেক পাওয়া হলো। শহরগুলোর আওয়াজ, সন্ধ্যাবেলা এবং আলোয়, আর তা সদা সর্বদা।/ অনেক জানা হলো জীবনের নির্ণয়গুলো।--- হে দৃষ্টি প্রতিভার ধ্বনিসমুচ্চয়! অনুরাগ এবং ধনী লক্ষ্য করে সেই দিকেই প্রস্থান!"
'ইলুমিনিশনস' ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা। ২০ থেকে ২১ বছরের মধ্যে যিনি এই বোধে পৌঁছে যান, সৃজনশীলতার প্রতি নিরুত্তাপ মনোভাব খুব অস্বাভাবিক নয়। এর পরে পরেই 'নতুন অনুরাগ ও ধ্বনি লক্ষ্য করে' তিনি ভ্রমণে বের হন। আরব এবং আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান।

এখানে একটি বিষয় আলোচ্য। কোন কোন পত্রিকা কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করে, কিন্তু অনুবাদ কবিতার মূল কবির পরিচয় রাখে না। ইংরেজি বা কয়েকটি ভাষার কয়েক জন কবি সম্পর্কে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের জ্ঞান থাকলেও অনেক

কবির সম্পর্কে সাধারণ তথ্যটুকুও আমরা অনেকে জানিনা। সেসব থাকলে নির্দিষ্ট কবিতার অন্তর্গত রহস্য উন্মোচনে যেমন কিছুটা সুবিধা হয়, তেমনই মানবতার মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে।

মানববন্ধন দৃঢ় বলেই বিদেশি কবির জন্মশতবর্ষ বা জন্ম দ্বিশতবর্ষ পালনের দায়বদ্ধতা অনুভব করি আমরা। 'পরশু' পত্রিকার সম্পাদকীয় (মুখব্যাদান নামে চিহ্নিত) উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কীটস প্রসঙ্গ।-- "এবারের মূল বিষয় কবি জন কীটস। গত বছর ১৯৯৫ সালে তাঁর জন্ম-দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ছোট-বড় কোন পত্রিকাই তো তেমন ভাবে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতের স্পৃহা দেখায়নি। কি হলো! রোমান্টিক বাঙালি পাঠক কি চিরপ্রেমিক কবি কীটসকে ভুলতে বসেছে? আমরা কৃতজ্ঞ যুগান্তর চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে তাঁর অনুবাদকর্মের জন্য। (কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৬)। যুগান্তর চক্রবর্তীর তর্জমায় কীটসের ছয়টি কবিতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া কীটসের দুটি কবিতার অনুবাদ সহ তাঁর জীবনকেন্দ্রিক একটি কাব্যনাটক রয়েছে। কাব্যনাটক লেখেন সুমন ভট্টাচার্য, সৌম্য রায় ছদ্মনামে। মাত্র ৪৬ পাতার ছোট কাগজে এই জাতীয় কাজ সত্যিই দুঃসাহসের। সেই দুঃসাহস দেখানোর ক্ষমতার অলিন্দে রয়েছে বাঙালির কবিতা প্রেম। যুগান্তর চক্রবর্তীকৃত কীটসের কবিতার অনুবাদটি এখানে উল্লেখ করতেই হয়।---

ঘাসফড়িং ও ঝিঁঝিঁ পোকা বিষয়ে
On the grasshopper and Gicket
The poetry of art is never dead

"পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই, সে যে মৃত্যুহীন: যখন প্রখর সূর্যে সব পাখি আচ্ছন্ন, কাতর/ শীতল আড়াল খোঁজে তরুশাখে, কোনো দীর্ঘস্বর/ উচ্চকিত ঝোপে ঝাড়ে, মাঠে-মা,ঠে নীড়ানো-নবীন;/ সে তো ঘাসফড়িঙের সে-ই তো চারণ, সূত্রধর/ গ্রীষ্মের বিলাসরঙ্গে তার হৃষ্ট আহ্লাদের দিন/ কখনো হবে না শেষ;..."

'শব্দ' পত্রিকা প্রত্যেক সংখ্যায় "ভাষা-ভাষান্তর" নামে একটি বিভাগ রেখেছে অনুবাদ কবিতা প্রকাশের জন্য। অনুবাদ কবিতায় যদি মূল কবিতার রস সম্পূর্ণ রূপে আস্বাদন করা নাও যায় একটি ব্যাপার স্বীকার করতেই হয়, অন্য দেশের অন্য ভাষাভাষীর মনন সঠিকভাবে সম্পর্ক সূত্রে বিধৃত করা যায়। কেবল অনুভূতিমালার প্রেক্ষিতেই নয়, সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহু ঘটনাই দেশকাল নির্বিশেষে তার সামান্যতম রূপ বদলায় না। ইরাকের কবি আদনান আল শায়েখের কবিতার বেদনা ভারতের জনগণের বেদনার সমতুল্য।--- "প্রতিবার যখন কোন স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটে/ ইতিহাসের সিংহাসন থেকে, অশ্রুতে ভিজে যায় পথ/ আমি জোরে জোরে করতালি দিতে থাকি/ যতক্ষণ না হাত দুটো লাল হয়ে যায়।/ কিন্তু বাড়ি ফিরে/ টিভি খুললেই দেখি/ আরেকজন একনায়কের নাম/ ভেসে উঠেছে মানুষের মুখে মুখে, চারপাশে হর্ষধ্বনি/ আমি হেসে মরে যাই/ কান্নায় পুড়তে থাকে আমার চোখ দুটি/ যতক্ষণ না তারা লাল হয়ে ওঠে।" (অনুবাদ: শ্রীপর্যটক, শব্দ, অক্টোবর ২০১৩)। 'শব্দ' পত্রিকার জানুয়ারি ২০১৪ সংখ্যা পাবলো নেরুদার কবিতাতে সম্পূর্ণ হয়েছে। ভাষা-ভাষান্তর বিভাগে মূল থেকে অনুবাদ করেছেন বিকাশ গণ চৌধুরী। কবিতাগুলির পূর্বে লেখা হয়, "মৃত্যুর মাসখানেক আগে নেরুদা শেষ করেছিলেন তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'প্রশ্নপুঁথি' (El libro ade las pregunts): জীবন আর এই দুনিয়াদারি নিয়ে ৭৪ টি কবিতায় রেখেছিলেন ৩২০ টি প্রশ্ন..."। নেরুদার প্রশ্নগুলির বেশিরভাগই আত্মিক। এবং ছোট ছোট বাক্যে বিশেষত দুই পংক্তিতে প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে কিছু কবিতায়।--- "মাটির কাছ থেকে গাছ কি শেখে/ আকাশের সাথে কথা বলা?" কিংবা "মনে কি হয় একটা অদৃশ্য নক্ষত্র/ আত্মহত্যার স্বর্গলোক?" এসব দুই পংক্তির এক একটি কবিতা অংশ। কবিতার অংশ হলেও স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। কোনো কোনো কবিতার ক্ষেত্রে জোড়া পংক্তি স্বতন্ত্র হয়েও সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা।--- "কে সেই নারী যে তোমাকে আদর করে/ তোমার স্বপ্নে, যখন তুমি ঘুমাও?" "কোথায় যায় স্বপ্নের সব জিনিসেরা?/ তারা কি অন্য কারো স্বপ্নে ঢুকে পড়ে?" "আর সেই বাবা যিনি তোমার স্বপ্নে বাঁচেন/ তিনি কি আবার মারা যান যখন

তুমি জাগো?" "আর স্বপ্নে গাছে গাছে কি ফুল ফোটে/ আর তাদের গম্ভীর ফলেরা কি পরিপক্ক হয়?" প্রথম চার পঙক্তির একই প্রশ্ন। মাঝে দ্বিতীয় পংক্তির পর স্বাদ বদলে যায় সামান্য। আবার কখনও একটি প্রশ্ন তিনটি প্রশ্নে পরিবর্তিত হয়।--- "জল পরীদের স্তন কি/ সমুদ্রের মোচাকৃতি ঝিনুক?/ নাকি তা পাথরে পাথর হয়ে যাওয়া ঢেউ/ না নিশ্চল ফেনার খেলা?" পাবলো নেরুদা বিপ্লবী। সে তার এক ধরনের চরিত্র। এই কবিতাগুলির মধ্যে তিনি বিস্মিত মানবআত্মা। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেন। এখানে তিনি একক, নিবিড়, অনেকটাই আত্মকেন্দ্রিক।

'সংবর্তিকা' পত্রিকায় মহালয়া ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে তিনটি অনূদিত কবিতা তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তরুণ সান্যালের অনুবাদে বরিসপাস্তারনেকের কবিতা "শীতের রাত"।--- "বরফ ঝড় সারাটি দেশ/ চতুর্দিক টলে/ টেবিলে এক মোম জ্বলছে/ একটি মোম জ্বলে।/যেমন যায় দেয়ালি পোকা/ শিখায় প্রাণ দিতে/ উঠোন থেকে বরফ কুচি/ ছুটেছে শার্সিতে/...ঘরের কোণে কামনা কার/ হাওয়ায় শ্বাস টানা/ নষ্ট শিখা দু'ভাজ হ'য়ে/ দেবদূতের ডানা।/ সারাটি দেশ ফেবরারিতে/ বরফ পড়ে ব'লে/ টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে/ একটি মোম জ্বলে।" বরিস লেয়োনিদভিচ পাস্তারনাক রুশ ভাষার কবি। তিনি জারতন্ত্র বিরোধী, রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সমর্থক। একই সঙ্গে তিনি উপন্যাসিক ও অনুবাদক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলি হল 'মাই সিস্টার, লাইফ' (১৯২৩), 'দ্য সেকেন্ড বার্থ' (১৯৩২), ডক্টর জিভাগো (১৯৫৭)। ১৯৫৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান ডক্টর জিভাগো উপন্যাসের জন্য। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি সহ্য করতে পারেনি বলেই নানা রকম উৎপাত করেছিল তাঁর উপর। আর সেই কারণেই তিনি একটি পত্র দিয়ে নোবেল পুরস্কার বর্জন করেন। এই সংখ্যাতেই অনুবাদকের শক্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয়, যাবতীয় অনুবাদ কবিতার প্রেক্ষিতে প্রশ্নটির দিকে নজর রেখে বলা যায়, তরুণ সান্যাল এর অনুবাদে এই কবিতাটির ছন্দে চিত্রে সুরে ও ভাষায় বাঙালির অন্তরের কবিতা হয়ে ওঠে। তরুণ সান্যাল স্বয়ং কবি এবং মূলভাষা থেকে অনুবাদ করেন। সেই ভাষার ছন্দস্পন্দটি তিনি বাংলায় উপস্থাপন করবার প্রয়াস পান। আর সেই কারণেই 'ফেব্রুয়ারি' শব্দটি 'ফেবরারি' লেখা হয়। 'যেমন যায় দেয়ালি পোকা'--- বাঙালি জীবনের অতি পরিচিত একটি ছবি। কবিতাটি রাশিয়ার হয়েও বাংলার হয়ে ওঠে চিত্রে ও ছন্দস্পন্দে। এখানেই অনুবাদকের সার্থকতা। এই পর্ব শেষ করা যাক শঙ্খ ঘোষের একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। সাতের দশকের কবি কৃষ্ণা বসু 'পরশু' পত্রিকার জন্য একটি সাক্ষাৎকার নেন শঙ্খ ঘোষের। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি একজন কবিতার অনুবাদকও বটে, আপনার কি মনে হয় ভালো কবিতার অনুবাদ করা যায়?' শঙ্খ ঘোষ উত্তরে বলেন, "অবশ্যই যায়। না যদি যেত তবে গোটা পৃথিবীর এত সব ভালো ভালো কবিতা আমরা পড়লাম কীভাবে, আমরা, যারা কেবল বাংলা আর ইংরেজিটাই (অল্পস্বল্প) জানি? দান্তে গ্যোয়টে রিলকে বোদলেয়র নেরুদা হিকমত পড়তাম কী করে আমরা, অনুবাদ যদি সম্ভব না হতো? এটা ঠিক যে অর্থে ধ্বনিতে জড়ানো যে সম্পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায় মূল ভাষায় কবিতা পড়তে গেলে, তার খানিকটা হয়তো বা সরে যায় অনুবাদে। কিন্তু সে তো হতেই পারে। চূড়ান্ত সিদ্ধি বলে কোন কথাই নেই কোথাও।"

তথ্যসূত্র:

১. বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক- সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন ১৯৯৩।

২. বাংলা কবিতার কালপঞ্জি (১৯২৭ - ১৯৮৯)- সন্দীপ দত্ত র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন ১৯৯৭।

৩. স্বনির্বাচিত- সম্পাদনা শান্তনু দাস ও রুদ্রেন্দু সরকার, অনির্বাণ প্রকাশনী ১৯৭০।

৪. কবিতা-পরিচয়- অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী, ১৯৯৮।

৫. হাজার বছরের প্রেমের কবিতা (খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী) সম্পাদনা- অবন্তী সান্যাল নতুন সাহিত্য ভবন। মাঘ, ১৩৬৬